The US state Department's *2005 Country Reports on Human Rights Practices*. The report entitled "Country Reports on Human Rights Practices" is submitted to the Congress by the Department of State

Bangladesh (http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61705.htm)

The government's human rights record remained poor, and the government continued to commit numerous serious abuses. The following human rights problems were reported:

• extrajudicial killings • arbitrary arrest • politically motivated violence and killings • impunity for security forces • physical and psychological torture • lengthy pretrial detention • restrictions on privacy • violence against and restrictions on journalists • infringement on religious freedom • extensive government corruption • violence against women and children • trafficking in women and children • limitation on workers rights.

Below is a Bangla version of the Bangladesh section of the report published in Daily Sangbad, Dhaka - http://www.thedailysangbad.com/index.php?news_id=4642&nature=1&cat_id=6&date=2006-03-10

বাংলাদেশ সরকার গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ২০০৫ সালের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গত বুধবার। এবারের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ্বের ১৯৬টি দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির যে বিশদ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে প্রকাশ করা হলো।

বাংলাদেশ সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড খারাপ এবং তারাগুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। এ ধরনের ঘটনা অসংখ্য। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্বিচারে গ্রেফতার, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড, নিরাপত্তা বাহিনীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, বিচারের আগে দীর্ঘ সময় ধরে আটক রাখা, গোপনীয়তার ওপর বিধিনিষেধ, সংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বিধিনিষেধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্বকরা, ব্যাপক সরকারি দুর্নীতি, নারী ওশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারীও শিশু পাচার, শ্রমিকদের অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ক. স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে বা বেআইনিভাবে জীবন হরণ থেকে অব্যাহতি ঃ

নিরাপত্তা বাহিনী অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। পুলিশ, কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর), র‌্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) আইনবহির্ভূতভাবে শক্তি ব্যবহার করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার কোন তদন্ত হয়নি এবং এসব ঘটনায় কারও শাস্তি হয়নি। শাস্তি না পাওয়ার এইপরিবেশ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হত্যাকাণ্ড অবসানের পথে একটিগুরুতর বাধা হয়ে রয়েছে। কয়েকটি ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এবং যাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাদের বিরুদ্ধে প্রধানত প্রশাসনিক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, র‌্যাবসহ বিভিন্ন আইন রক্ষাকারী বাহিনী আলোচ্য বছরে ৩৯৬ জনকে হত্যা করে। সামরিক বাহিনীসহবিভিন্ন আইন রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে আধা সামরিক বাহিনী র‌্যাব গঠিত হয়। এসব মৃত্যুর সবক'টিই ঘটেছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, যখন তারা হয়এসব বাহিনীর হেফাজতে ছিল বা যখনকোন পুলিশ অভিযান চলছিল। যাহোক, সরকার কিছুচিহ্নিত অপরাধীর মৃত্যুকে বর্ণনা করেছে র‌্যাব বা পুলিশ এবং অপরাধী দলগুলোর মধ্যে ক্রসফায়ারের ঘটনাহিসেবে। ৩৯৬টি ঘটনার মধ্যে ৩৪০ জন মারা গেছে ক্রসফায়ারে। এদের মধ্যে ১০৭ জনের মৃত্যুর জন্য র‌্যাব, ২১২ জনের মৃত্যুর জন্য পুলিশ এবং ২১ জনের মৃত্যুর জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে দায়ী করাহয়।

হেফাজতে থাকাকালে প্রহার বা অত্যধিক বল-প্রয়োগের কারণে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার দোকানদার দেলোয়ার হোসেনকে র‌্যাব গ্রেফতার করার কদিন পর ২১ ফেব্রুয়ারি ঢকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সে কোমা অবস্থায় ছিল। হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানান, তার দেহে গুরুতর নির্যাতন ও ব্যাপক প্রহারের চিহ্ন ছিল। হোসেন পরে মারা যায়। মানবাধিকার তদন্তকারীরা জনায়, সে বছরের শেষ নাগাদ তার মৃত্যু সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। বা সরকারি প্রতিবেদন

জমা দেয়া হয়নি। তার মৃত্যুর পর র‍্যাব তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় তার বিরুদ্ধে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের একটি সেতু অতিক্রমকারী যানবাহন থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনা হয়। র‍্যাবের একটি দল আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনের সদস্য আবুল কালাম আজাদ সুমনকে খিলগাঁও থেকে গ্রেফতার করে। এর একদিন পর ৩১ মে তার মৃতদেহ লোকজন বনশ্রীতে দেখতে পায় প্রত্যক্ষদর্শীরা স্বাধীন মানবাধিকার তদন্তকারীদের জানায়, র‍্যাব সুমনকে তার কর্মস্থল থেকে গ্রেফতার করে। র‍্যাবের সদস্যরা জানায়, সুমন বনশ্রীতে একটি অপরাধী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সে র‍্যাব ও সেই অপরাধী দলের মধ্যে ক্রসফায়ারে মারা গেছে। র‍্যাব সুমনের বিরুদ্ধে দু'টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। ২০০৪ সালের আগস্টে ঢাকায় একটি সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমানসহ কমপক্ষে ২০ জন নিহত এবং কয়েকশ' আহত হয়। সেই সমাবেশে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কর্তৃপক্ষ এই হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ২০ জনকে গ্রেফতার করে। ২০০৪ সালে মে মাসে সিলেটের একটি মাজারে বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন নিহত এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীসহ কয়েক ডজন লোক আহত হয়। সরকার ঘটনার ব্যাপারে গুরুত্বসহ তদন্ত চালায়নি এবং কোন অভিযোগও দায়ের করা হয়নি। আইন নিজের হাতে নিয়ে মানুষ হত্যা একটি সাধারণ ব্যাপার। সংবাদপত্রগুলো আলোচ্য বছরের প্রথম ৮ মাসে ২০৬টি ঘটনার খবর দিয়েছে। ২৬ মার্চ জনতা নরসিংদী জেলায় পাঁচজন কথিত ডাকাতকে পিটিয়ে হত্যা করে। ২১ এপ্রিল ঢাকার মাতুয়াইলে জনতা দুজন কথিত চাঁদাবাজকে পুড়িয়ে মারে। ১৯ জুন জনতা খুলনায় দুজন কথিত চাঁদাবাজকে এবং বাগেরহাটে একজনকে হত্যা করে। ভারতের সঙ্গে সীমান্তে সহিংসতা একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। স্থানীয় মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে ১০৪ জন নিহত এবং ৬৬ জনের আহত হওয়ার খবর দিয়েছে।

খ. নিখোঁজের ঘটনা

আলোচ্য বছরে নিখোঁজ ও অপহরণ একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় যে, জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে ৩৩৫ জন অপহৃত হয়। এদের মধ্যে ৯৩ জন অপহৃত হয় রাজনৈতিক কারণে। অর্থের জন্য অপহরণ একটি সমস্যা হয়ে রয়েছে। ২৬ মার্চ রাঙ্গামাটির একটি গ্রাম থেকে ১৪ জনকে অপহরণ করা হয়। আটককারীরা গ্রামবাসীদের মুক্তিপণ হিসেবে ১৫,১৫০ ডলার (১০ লাখ টাকা) দাবি করে। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, কয়েকদিন পর গ্রামবাসীদের মুক্তি দেয়া হয়। গ্রামবাসীরা কোন মুক্তিপণ দেয়ার কথা অস্বীকার করে, যাতে তারা আর অপহরণের শিকার না হয়। ১২ আগস্ট র‍্যাবের একটি দল বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ী জামালউদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে অপহরণে সংশ্লিষ্টতার জন্য শহীদ চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করে।

গ. নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ

আইনে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ থাকলেও র‍্যাব ও পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিয়মিত দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ করে থাকে। নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে হুমকি, প্রহার ও বৈদ্যুতিক শক। ১৫ জুলাই র‍্যাবের তিনজন সদস্য আবু বাকার সুলতানকে লাঞ্ছিত করে। ঘটনার সময় র‍্যাব সদস্যরা ডিউটিতে ছিল না। ঢাকার কাছে উত্তরায় র‍্যাব সদস্যরা একজন ড্রাইভারকে পেটাচ্ছিল। সুলতান নিষেধ করেছিল। র‍্যাব সদস্যরা সুলতানকে চোখ বেঁধে এবং হাতকড়া পরিয়ে উত্তরায় তাদের দপ্তরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে উপর্যুপরি লাথি ও ঘুসি মারে এবং লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়ে পেটাতে থাকে। সুলতানের সঙ্গে পরিচিত র‍্যাবের এক কর্মকর্তা হস্তক্ষেপ করলে র‍্যাব তাকে মুক্তি দিয়ে একটি হাসপাতালে ভর্তি করে। তার হাত-পা'র কয়েক জায়গায় ভাঙা ও ফোলা ছিল। ২৪ জুলাই সংবাদপত্রগুলো জানায়, র‍্যাব কর্তৃপক্ষ তিনজন অফিসারকে প্রত্যাহার করে তাদের মূল দপ্তর পুলিশ বিভাগে ফেরত পাঠিয়েছে। পুলিশ এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দশজনকে দায়িত থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

২৮ জুলাই দাঙ্গা পুলিশের একঅফিসার ঢাকায় একটি বাসস্টেশনে অপেক্ষমাণ এক মহিলাকে দেখতে পেয়ে তাকে তার বাড়ির কাজে নিয়োগের কথা বলে। তাকে তার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে একটি হোটেলে নিয়ে যায় এবংহোটেলের এক পুরুষ কর্মচারীর সহায়তায় ধর্ষণ করে। মানবাধিকার গ্রুপগুলো এবং সংবাদপত্রের সুত্রে জানা যায় গ্রামাঞ্চলে কথিতনৈতিক অপরাধে মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই ফতোয়ার মাধ্যমে বিচারবহির্ভুত বেত্রাঘাতসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হয়। একটি মানবাধিকার সংগঠন দৈহিক শাস্তি ও সামজিকভাবে একঘরে রাখার ৩৫টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, ক্রুদ্ধ স্বামী অথবা প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তিরা কখনও কখনও প্রতিশোধ হিসেবে মহিলাদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে।

কারাগার ও আটক কেন্দ্রের অবস্থা

কারাগারের অবস্থা করুণ এবং কারাহেফাজতে মৃত্যুর এটি একটি কারণ। সংবাদপত্রের খবরে জানা যায় কারাগারে মারা গেছে ৭৬ জন, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মারা গেছে ২১০ জন। সবক'টি কারাগারেই ধারণক্ষমতার বেশি বন্দি রয়েছে এবং এগুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে।

ঘ. বলপূর্বক গ্রেফতার বা আটক

আইনে বলপূর্বক গ্রেফতার ও আটকনিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে থাকে। সরকার স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে গ্রেফতার ও আটককরে এবং কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই

নাগরিকদের আটক করতে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো জাতীয় নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে থাকে।

পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর ভূমিকা

পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয়ভাবে সংগঠিত একটি বাহিনীএর দায়িত্ব হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। পুলিশ সাধারণভাবে অকার্যকর এবং ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে অনিচ্ছুক থাকে। সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ওসামরিক বাহিনীসহবিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী থেকে নেয়া সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়েছে উন্নততর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ ইউনিট র‌্যাব; কিন্তু মানবাধিকার সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। র‌্যাব নিজেই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সম্পদ, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলারও অভাব রয়েছে। পুলিশি নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে অনিচ্ছুক থাকে, কেননা পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত করার জন্য কোন স্বাধীন সংস্থা নেই। যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইনের বৈধতা প্রশ্নে কোন সুরাহা আলোচ্য বছরে হয়নি। এই দায়মুক্তি আইন ২০০৩সালে অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার চাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে।

গ্রেফতার ও আটক

আইনে সব মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যবহারের কথা বলা হয়নি। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের (ডিএমপি) ৮৬ ধারায় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাগ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই অপরাধমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে যেকোন লোককে গ্রেফতারের সুযোগ রয়েছে। সরকার আনুষ্ঠানিক বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই নিয়মিতভাবে লোকজনকে গ্রেফতার করে থাকে। আলোচ্য বছরে সরকার এই অধ্যাদেশগুলোর অপব্যবহার করেছে এবং প্রায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণগ্রেফতার অব্যাহত ছিল। স্থানীয় মানবাধিকার এনজিও 'অধিকার' জানিয়েছে পুলিশ আলোচ্য বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে ৫৪ ধারায় ৩,৯১২ জনকে এবং ডিএমপি অধ্যাদেশের ৮৬ও ১০০

ধারায় ঢাকামেট্রোপলিটন এলাকায় আরও ৫,৩৭৪ জনকে গ্রেফতার করে। সরকারবিরোধী মত প্রকাশের শাস্তি হিসেবে লোকজনকে আটক করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ ৫৪ ও ৮৬ধারা ব্যবহার করেছে। ২০০৫ সালের অক্টোবরে বিরোধীদলের পরিকল্পিত সমাবেশের আগে পুলিশ ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে বিরোধীদলের বিপুলসংখ্যক সদস্যকে আটক করে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট পুলিশকে ২০০৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কোন লোককে ৮৬ ধারায় গ্রেফতারে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। পুলিশ অবশ্য ৫৪ দারায়গ্রেফতার অব্যাহত রাখে। আইনে দ্রুত বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকলেও তা কদাচিৎ কার্যকর করাহয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন সরকার বা কোন জেলা জজ কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর কোন কাজথেকে বিরত রাখতে ৩০দিন পর্যন্ত আটক করার নির্দেশ দিতে পারে; কিন্তু বন্দিদের আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য আটক রাখা হয়। স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে গ্রেফতার একটি সাধারণ ঘটনা। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও তাদের পরিবারগুলোকে হয়রানি ও ভয়দেখানোর উদ্দেশ্যে ৫৪ ও ৮৬ ধারাপ্রয়োগ করে থাকে। কোন বিক্ষোভ সমাবেশের আগে ও অনুষ্ঠানের সময়পুলিশ কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বিক্ষোভ- সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখে। ৪ জুন পুলিশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ওসাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্ত্রী বিদিশা এরশাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থ পাচার, চুরি ও স্বামীকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করে। আটকের ২৩ দিন পর তিনিমুক্তি পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যাংক একাউন্টে টাকা না রেখে চেক দেয়ার অভিযোগে নতুন ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের একজন কর্মচারী অভিযোগ করে বিদিশা তাকে ২ কোটি টাকার (তিন লাখ ডলার)চেক দিয়েছে, যা ব্যাংক থেকে ফেরত এসেছে। বিদিশা তার বিরুদ্ধে আনীত চতুর্থ অভিযোগ থেকে জামিন লাভ করেন। বছরের শেষ নাগাদ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আটক বন্দির সংখ্যা হিসাব করা কঠিন। একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন জানায় যে, রাজনৈতিক হানাহানিতে ৩১০ জন মারা গেছে এবং আহত হয়েছে ৮,৯৯৯ জন। আলোচ্য বছরে পুলিশ রাজনৈতিক কারণে ১২১৬ জনকে গ্রেফতার করে। এদের অধিকাংশকেই আটক রাখা হয় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ।

সুষ্ঠু প্রকাশ্য বিচারের অস্বীকৃতি

আইনে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা থাকলেও সংবিধানের একটিঅস্থায়ী বিধান অনুযায়ী নিম্ন আদালত নির্বাহী শাখার অধীনে রাখা হয়। বিচারকদের নিযুক্তি ও বেতন নির্বাহী শাখার ওপর নির্ভরশীল বলে আদালত বহুলাংশে নির্বাহী শাখার প্রভাবাধীন। উচ্চ আদালত কিছুটা স্বাধীনতা প্রদর্শন করে এবং প্রায়ই ফৌজদারি, দেওয়ানি ও রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত মামলাগুলোতে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। তবে দুর্নীতি, বিচার বিভাগের অদক্ষতা, বিচারকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বিপুলসংখ্যক পুঞ্জিভুত মামলা এক্ষেত্রে একটি গুরুতর অন্তরায়। বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখাথেকে পৃথক করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ পালনে সরকার বিলম্বিত করে চলেছে। সুপ্রিম কোর্ট এপ্রিলে সরকারকে তার আদেশ পালনের চূড়ান্ত সময় ২০অক্টোবর নির্ধারণ করে সময়সীমা ২০তম বারের মতো বৃদ্ধি করে। ২০ অক্টোবর সরকারের ২১তম বারের মতো সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন আদালত। বছরের শেষ নাগাদ বিচার বিভাগ নির্বাহী শাখাথেকে পৃথক হয়নি।

সেপ্টেম্বরে হাইকোর্ট সংবিধানের একটিসংশোধনীকে অসাংবিধানিক বলে রায়দেয়। ওই সংশোধনীতে ১৯৮০-এর দশকে জারি সামরিক আইনকে বৈধতা দেয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলের ওপর এই রায়ের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে তা স্থগিত করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

বিচার প্রক্রিয়া

আদালত ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বিপুলসংখ্যক মামলা পুঞ্জিভুত রয়েছে। বিচারকার্য দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক থাকে কারাগারে। এসব অবস্থা অনেক লোককে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত

করে। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একটি জরিপে দেখে যায়, এসটিপিএ'র অধীনে দায়েরকৃত মামলার ৬৭ শতাংশ ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী ওআদালতের কর্মকর্তারা বিবাদিদের কাছথেকে ঘুষ চেয়েছে।

রাজনৈতিক বন্দি

সরকার জনায় তাদের হাতে কোন রাজনৈতিক বন্দি নেই। বিরোধীদল ও মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা অবশ্য দাবি করে সরকার অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করে ভিত্তিহীন ফৌজদারি অভিযোগে শাস্তি দিয়েছে। এনজিওর বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করারকোন সুযোগ নেই।

সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

আলোচ্য বছরে সরকার হিন্দুদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যর্পণ) আইন বাস্তবায়নের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সরকার অর্পিত সম্পত্তি আইনের অধীনে এদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। সরকার তার নিয়ন্ত্রণে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করেনি। ফলে মূল জমির মালিকরা তাদের সম্পত্তি দাবি করতে পারছে না।

চ. গোপনীয়তা, পরিবার, বাড়ি বা চিঠিপত্রের ওপর স্বেচ্ছামূলক হস্তক্ষেপ

আইনে গোয়েন্দা ও আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর কাছথেকে অনুমতি নিয়ে টেলিফোনে আড়িপাতার সুযোগ দেয়া হয়েছে। অধ্যাদেশটি সরকারকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ফোন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্তা আদানপ্রদান করতে বাধাদেয়ার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় জরুরি অবস্থায় সরকারযোগাযোগ সার্ভিস প্রদানকারীকে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারে। অধ্যাদেশটি সংসদঅধিবেশনের বিরতিকালে কার্যকর হলেও সংসদের অধিবেশন বসলে তাকে আইনে পরিণত করতে হবে। এসপিএ'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন মামলাগুলোতেও পুলিশ কদাচিৎ ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করে থাকে। এই প্রক্রিয়া ভঙ্গকারী অফিসারদের শাস্তি দেয়া হয় না।আরএসএফ দাবি করে যে, পুলিশ সাংবাদিকদের ইমেইলের ওপর নজর রাখে। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজ্যান্স, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টিলিজ্যান্স সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী বলে অনুমিত ব্যক্তিদের নজর রাখার জন্যচর নিয়োগ করে।

বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

দেশের প্রচলিত আইনে বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে সরকার এসব অধিকারকে সীমিত করেছে। একজন নাগরিক প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করলে তার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা রয়েছে। রাজনৈতিক সমাবেশ করতে বাধা দিয়ে অথবা তা পণ্ড করে দিয়ে সরকার তার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনা ব করারচেষ্টা করেছে। শত শতদৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশের বাহনহিসেবে কাজ করেছে। অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। সব বেসরকারি টেলিভিশন কেন্দ্রকে বিনা ভাড়ায় রাষ্ট্রপতি ওপ্রধানমন্ত্রীর ভাষণসহ কিছু সরকারি কার্যক্রম প্রচার করার শর্তরয়েছে।

আলোচ্য বছরে সরকার, রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীএবং অন্যদের দ্বারা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র অফিসগুলোতে প্রায়ই হামলা করা হয়েছে এবং তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক সহিসংসতার সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি সাধারণ ব্যাপার আর এসব রাজনৈতিক সহিংসতার সময় গৃহীত পুলিশি পদক্ষেপে বেশ কিছুসংখ্যক সাংবাদিক আহত হয়েছে। একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছর ২ জনসাংবাদিক নিহত হয়েছে। ১৪২ জন আহত হয়েছে, ১১ জন গ্রেফতার হয়েছে, ৪ জনকে অপহরণ করা হয়েছে, ৫৩ জনকে মারধর করা হয়েছে এবং ২৪৯ জনকে হুমকি প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু আলোচ্য বছর অজ্ঞাত হামলাকারীরা জাতীয় সংবাদ সংস্থা 'বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা' এবং চুয়াডাঙ্গার দৈনিক মাথাভাঙ্গা'র দপ্তরে হামলা চালায়। অনেক সম্পাদক এবং সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে নিব লেখার জন্য বেনামি ফোন কলপেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০০৪ সালে 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)' বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

এবং তাদের প্রতি আচরণের সমালোচনা করে। আরএসএফ'র তথ্য অনুযায়ী ঢাকার উত্তরে গাজীপুরের একটি সরকারিভবনে জেএমবি জঙ্গীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলে তিনজন সাংবাদিক আহত হয়। ২১ নভেম্বর আওয়ামী লীগের একটি বিক্ষোভ মিছিলের চিত্রগ্রহণের সময় পুলিশ চ্যানেল আইটেলিভিশনের প্রতিবেদক মাহুবুব মতিনকে মারধর করে। পুলিশ মাহুবুব মতিনের ক্যামেরাম্যানকেও আহত করে। খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মানিক সাহাকে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে হত্যা করা হয়
২০০৪ সালের জুনে দৈনিক জন্মভুমির সম্পাদককে হত্যা করা হয় এবং ২০০৪সালে দৈনিক দুর্জয় বাংলা'র সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয়। এসব হত্যাকাণ্ডের এখনও কোন সুরাহা হয়নি। সরকার পরোক্ষভাবে সাংবাদিকদের ওপরস্বআরোপিত সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০০৪ সালের জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তথ্য শাখার এক কর্মকর্তা একটি বেসরকারি টেলিভিশনের রিপোর্টারকে ক্ষমতাসীন দলের অনুষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার কেড়ে নেয়ার হুমকি প্রদান করে, যদিসেই রিপোর্টার একজন বিরোধীদলীয় প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত নাথাকে। এই হুমকি আমলে নানেয়ায় সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে নির্বাচনী প্রচারণার কাজ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

মানবাধিকার এনজিও আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরের জানুয়ারি থেকে মধ্য আগস্ট পর্যন্ত সরকার ৭৩ বার এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সরকার কখনওনিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশ আওয়ামীলীগের যুব সংগঠন আওয়ামী যুবলীগের একটি মিছিল ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। যুবলীগের কর্মীরা জঙ্গীবাদ, খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করছিল। পুলিশ যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ৩০ জন কর্মীকে আহত করে এবং পুলিশের দুজন অফিসারও এ ঘটনায় আহত হয়। ২ মার্চপুলিশ এবং বিএনপি কর্মীরা আওয়ামীলীগ কর্মীভর্তি বাসগুলোতে হামলা চালায়। আওয়ামী লীগের এসব কর্মীঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামীলীগের একটি সমাবেশে যোগদানের জন্য যাচ্ছিল।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই হামলায় পুলিশ আওয়ামীলীগের ৫০ জন কর্মীকে আহত করে। ১ জুন বিএনপি কর্মীরা হামলা করে বিকল্পধারা বাংলাদেশ (বিডিবি)-এর একটি সভা বানচাল করে দেয়। বিকল্পধারা বাংলাদেশের প্রধান হচ্ছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। ২২ নভেম্বর বিএনপি কর্মী এবং পুলিশ আওয়ামীলীগের মহাসমাবেশে যোগদানের লক্ষ্যে সমাবেশস্থলে যাওয়ার সময় আওয়ামী সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিবকতা সৃষ্টি করে। ঢাকার বাইর থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকায় আসা যায়এমন তিনটি স্থান থেকে আসা আওয়ামী সমর্থকদের ঢাকয়আগমনের সময়প্রতিবকতা সৃষ্টি করা হয়। যেসব স্থানে প্রতিবকতা সৃষ্টি করা হয়সেগুলো হচ্ছে ধামরাই, কেরানীগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ। ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের মধুপুরের জঙ্গলে বনের জমিতে ইকোপার্ক করার প্রতিবাদে একটি মিছিলে অংশগ্রহণের সময় পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডদের গুলিতে গারো সম্প্রদায়ের সদস্য পিরেন স্নাল নিহত হন। পিরেনের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এঘটনার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে; কিন্তু তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে আদালত নভেম্বর মাসে মামলাটি খারিজ করে দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের তদন্ত রিপোর্টের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে পিরেনের পরিবারের পক্ষথেকে আরেকটি পিটিশন দায়ের করা হয়; কিন্তুবছর শেষ হলেও বিষয়টি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

আলোচ্য বছরেও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্য অব্যাহত থাকে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে সরকারি আদেশকে হাইকোর্ট স্থগিত ঘোষণা করে এবং এইস্থগিতাদেশ এখনওবলবৎ রয়েছে। সরকার ঐ স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে এপিলেট আদালতে কোন আপিল দায়ের করেনি। ফলে এই প্রথম বারের মতো সরকার কার্যত কিছু সময়ের জন্য আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা অব্যাহত রাখে।

সময়ে সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের 'মসজিদ' লেখা চিহ্নসমূহ উচ্ছেদ করতে দেয় এবং কখনও তাদের সহযোগিতা করে। ১৭ এপ্রিল আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের প্রায় ১৫০০০ কর্মীসাতক্ষীরায় একটি আহমদিয়া মসজিদের দিকে শোভাযাত্রা করে যায় এবং আহমদিয়াদের একটি মসজিদ থেকে 'মসজিদ' লেখা সাইনবোর্ডটি অপসারণ করারচেষ্টা করে। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাদের থামানোর চেষ্টা করে কিন্তু শোভাযাত্রাকারীরা তাদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে তবে আহমদিয়াবিরোধীদের বিরত না করে পুলিশ মসজিদের 'মসজিদ' লেখা সাইনবোর্ডটি অপসারণে খতমে নবুওয়তের সমর্থকদের সহায়তা করে। আগের বছরের মতোই সরকার আলোচ্য বছরেও অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। আলোচ্য বছরে আহমদিয়া, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চলেছে। ২২ জুন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা নাটোরে একটি আহমদিয়া মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং দুদিন পরঅজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি আহমদিয়া মসজিদে কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুগড়ে একটি আহমদিয়া মসজিদে চারটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বছর শেষে এসব বোমা হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে আট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাহয়। ২৮ জুলাই আততায়ীরা ফরিদপুরে অবস্থিত খ্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশ এনজিও-এর ২ কর্মচারীকে যীশু সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অভিযোগে হত্যা করে।

পুলিশ এই হত্যার দায়ে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, তবে বছর শেষে পুলিশ সবাইকে মুক্তি প্রদান করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করা হয়নি
আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার জন্য খতমে নবুওয়তের দাবি সরকার প্রত্যাখ্যান করার পর ২২ ডিসেম্বর তারিখে খতমে নবুওয়ত এবং একটিছোট সংগঠনের কর্মীরা ঢাকায় আহমদিয়া কমপ্লেক্সে গিয়ে আহমদিয়া মসজিদ কোন মসজিদ নয় এমন একটি সাইনবোর্ড সেখানে স্থাপনের চেষ্টা করে। পুলিশ তাদের বাধাদেয় এবং থামিয়ে দেয়। পরে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫০ জন আহমদিয়াবিরোধী বিক্ষোভকারী এবং ৭জন পুলিশ আহত হয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে স্থানীয় এক বিএনপি নেতার নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলাকারীরা হিন্দুদের ২০টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে ৩০জন আহত হয়। আহতরা জানান, জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের হিসেবে এ হামলা চালানো হয়।

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা জামালপুর জেলায় নিজ বসভবনের সামনে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ডা. জোসেফ গোমেজকে হত্যা করে। পুলিশ এই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষক মওলানা আবদুস সোবহান মুন্সীকে গ্রেফতার করে দুই সপ্তাহ আটক রাখে; কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বছর শেষ হয়ে গেলেও এ হত্যার জন্য অন্য কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি।
রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ : সরকার পরিবর্তনের নাগরিক অধিকার
দেশের সংবিধান নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের অধিকার দিয়েছে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সময়ান্তরে অবাধ ওশান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিকরা এই অধিকার প্রয়োগ করে থাকে। যদিও এসব নির্বাচনে সহিংসতার অনেক ঘটনা ঘটে থাকে।
সংসদ সদস্যবৃন্দ কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছরঅন্তর সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদে ৩৪৫ জনসদস্য রয়েছেন। এদের মধ্যে ৩০০ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাকি ৪৫ জনমহিলা সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হয়ে সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রার্থী নিয়োগ করে থাকেন। অনেকেই অভিযোগ করে থাকে যে, কিছুসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিয়ে বা ব্যক্তিগত 'উপহার' প্রদান করে পার্টি নেতাদের কাছথেকে মনোনয়ন 'ক্রয়' করে থাকে।

দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতা

সরকারের মধ্যে দুর্নীতি এখনও একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) এই আভাস দেয় যে, সরকারের সকলস্তরে বিরাজমান দুর্নীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও তা বিকাশের পথে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। টিআইবি'র একটি নমুনা জরিপে দেখা গেছে যে, দুর্নীতির অধিকাংশ ঘটনাপুলিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পক্ষান্তরে অর্থ সংক্রান্ত দুর্নীতির ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কে শীর্ষে রয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। ২০০৪ সালের একটি অনুরূপ জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৯০ ভাগ লোক জমির মালিকানা পরিবর্তন রেজিস্ট্রেশনের সময়কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে থাকে। দ্রুত বিচার আইনের (এসটিএ) আওতায় দায়ের করা শতকরা ৬৭ভাগ মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট, আদালতের কর্মকর্তা ও আইনজীবীরা ঘুষ গ্রহণ করে: চট্টগ্রাম বন্দরে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস কর্মকর্তারা আমদানি ও রপ্তানিকারকদের কাছথেকে বছরে ১৩ কোটি ৩০ লাখ ডলারের (৭৮৩ কোটি টাকা) ঘুষ আদায় করে থাকে। ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস এক্ট দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে রক্ষা করে এবং সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ওজবাবদিহিতা ব্যাহত করে।

নভেম্বর মাসে সরকার তিন সদস্যের দুর্নীতি দমন কমিশনর গঠনের ঘোষণা দেয়। এই কমিশন সাংগঠনিক সমস্যাগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং দুর্নীতি মোকাবেলায় কোন রকম ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। জনগণের সরকারি তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য কোন আইননেই। অথচ অফিসিয়াল সিক্রেট এক্ট তথাকথিত জাতীয় নিরাপত্তার নামে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগণের তথ্য যাচাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও সংগঠনগুলো নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে নাজুক মামলা ও বিষয়সমুহে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ মেনে চলে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের মতো ঘটনা অথবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের জন্য 'রিএন্ট্রি' ভিসা প্রদানে দীর্ঘবিলম্ব। যেসব মিশনারি মানবাধিকারের স্বপক্ষে কাজকরে, তারাও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কয়েকজন মানবাধিকার কর্মীজানিয়েছেন, তারা গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক অারোমা দত্ত সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে কাজকরায় সরকার সংস্থাটিকে বিদেশী সাহায্য ছাড়ের ওপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরাঞ্চলে গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকসহ (বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি) কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় এনজিওর অফিসে হামলা চালানো হয়। কর্তৃপক্ষ গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকসহ কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও সংগঠনে ধারাবাহিক হামলা চালানোর জন্য আহলে হাদিসনেতা ড. আসাদুল্লাহ-আল-গালিবকে অভিযুক্ত করে। ১ মার্চ দিনাজপুরে কারিতাসের একটি অফিসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কিছুসংখ্যক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয় দুটি বোমা বিস্ফোরণের কারণেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১৯ এপ্রিল ননভায়োলেন্স ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ শাখারপ্রেসিডেন্ট রফিক আলী একটি অস্ত্র মামলা থেকে খালাস পান। কর্তৃপক্ষ অবৈধ অস্ত্র চারাচালানের সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করেছিল। কারণ তিনি ফোরাম এশিয়ার সহযোগিতায় ক্ষুদ্র অস্ত্র চারাচালান সম্পর্কিত শিক্ষামুলক সেমিনার আয়োজন করেছিলেন।

নারী

আলোচ্য সময়ে গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। যদিও মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ ছিল। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৫০ ভাগ মহিলাই গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতার শিকার হয়েছে। এসব মহিলার বেশিরভাগই সহিংসতার শিকার হয়েছে যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধের কারণে। অধিকার জানিয়েছে, আলোচ্য বছরে ২২৭ জন মহিলা

যৌতুকের কারণে নিহত হয়েছে।

শিশু

সাধারণভাবে সরকার শিশু অধিকার ও কল্যাণের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। সরকারি উদ্যোগের সমর্থনে অনেক স্থানীয় ওবিদেশী এনজিও সম্পূরক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসব যৌথ উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে এইদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন সমর্থহয়েছে। তবে অর্ধেকেরও বেশি শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছর ২০৫টি শিশু অপহরণ করা হয়৩১৪টি শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং ৪৮৬এর অধিক শিশু ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, এবং এসিড আক্রমণের মতো গুরুতর ঘটনার শিকার পরিণত হয়। সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসসএর ২০০২ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় দেশে গৃহহীন শিশুর সংখ্যা ছিল চার লাখ। এদের মধ্য ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু তাদের মাবাবা সম্পর্কে কিছু জানে না। যেসব শিশুর মা-বাবা কারারুদ্ধ তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদি অত্যন্ত কম।

মানুষ পাচার

মানুষ পাচার আইনত নিষিদ্ধ; কিন্তু বাংলাদেশে মানুষ পাচার একটিগুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। অনৈতিক ও অবৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য শিশু পাচারের দায়ে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে এবং সরকার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে। আলোচ্য বছরে বিশেষ আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ৬৫টি মামলার নিষ্পত্তি করে। এসব মামলায় ২৮ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে ১০ বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ, কোস্টগার্ড, বিডিআর, র‍্যাব এবং বেশ কয়েকটি এনজিও পাচারকালে বেশকিছু ব্যক্তিকে উদ্ধার ও তাদের সহযোগিতা করে। সরকারি সুত্রের হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পাচারকারীদের কবলথেকে ১৩৯ জনকে উদ্ধার করেছে। ১৬৪ জন উটের জকিকে দেশে ফেরত আনা হয়েছে, যাদের মধ্য ১৫৯ জনকে তাদের মা বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

ক. সমিতি করার অধিকার

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর চরিত্র কঠোরভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংগঠনগুলোতেই এগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী। যেমন সরকার পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরে। ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক চরিত্রের কারণে সিভিল সার্ভিস এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের এগুলোতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দকেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ

জাতীয় ভিত্তিতে কোন ন্যুনতম মজুরি নেই। এর পরিবর্তে মাঝে-মধ্যে গঠিত মজুরি কমিশন শিল্পভেদে দক্ষতা বিচার করে মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের নিয়োগকর্তারা এইবেতন কাঠামো মানেনি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, অনেক পোশাক কারখানা আইনসিদ্ধ সর্বনিম্ন মজুরি দেয়নি। ছোট ছোট অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা দেরিতে তাদের মজুরি পেয়েছেন এবং তিন মাসের শিক্ষানবিশ কালপেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরও অনেক শ্রমিক শিক্ষানবিশ কালের বেতন পেয়েছেন। ২০০১ সালে 'আইসিএফটিইউ' জানায়, শতকরা ২১ দশমিক ভাগ টেক্সটাইল শ্রমিক সবচেয়ে কমবেতন পেয়েছেন। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা বাইরের শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণত বেশি মজুরি পেয়েছেন। কারখানার একজন দক্ষ শিল্প শ্রমিকের ঘোষিত মাসিক ন্যুনতম মজুরি হলো ইপিজেড এলাকায় ৫৮ ডলার(৩,৪০০ টাকা), ইপিজেড এলাকার বাইরে আনুমানিক ৪৫ ডলার (২,৬৫০ টাকা)। এই মজুরি একজন শ্রমিকের পরিবার নিয়ে সম্মানজনক জীবনমান রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।